লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, বুধবার, ৩১ জানুয়ারি ২০১৮
Port Blair·Wednesday·January 31, 2018
Arthik Lipi, Page 3

বিক্ষোভে উত্তাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রী, আক্রমণ বিরোধীদের

ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পাস করানো কোনওভাবেই সম্ভব নয়: রেজিস্ট্রার

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরের পার্ট ওয়ানের খারাপ ফলের জেরে অবস্থান বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়ারা। নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির বিরোধিতায় কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে চলল তুমুল বিক্ষোভ। সোমবার এই বিক্ষোভ শুরু হয়। তা চলে মঙ্গলবারও। বিক্ষোভের জন্য বন্ধ রাখা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট। বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। বিক্ষোভকারী পড়ুয়ারা জোর করে ঢুকতে চাইছিল। এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন অনেক প্রাক্তন পড়ুয়াও। বিক্ষোভকরী প্রতিনিধিদের সঙ্গে উপাচার্য বৈঠক করেন। উপচার্য তাদের মৌখিক আশ্বাস দেন। প্রতিনিধিরা বৈঠক সেরে বেরিয়ে এসে জানান, উপাচার্য তাদের বলেছেন এটা আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। এই বিষয় নিয়ে বৈঠক ডাকা হবে। সেখানে সবার মত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে লিখিত আশ্বাস না পেয়ে বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ চালাতে থাকে। পড়ুয়াদের দাবি, যতক্ষণ না লিখিত আকারে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ বিক্ষোভ চলতে থাকবে। এর জেরে কলেজ স্ট্রিটও কিছুক্ষণের জন্য অবরোধ করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে সকাল থেকেই। পুলিশেরাই সেই অবরোধ হটিয়ে দেন। এদিন বিক্ষোভ হবে জেনেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে যাতে বহিরাগত কেউ ঢুকতে না পারে তার জন্য রেজিস্ট্রার রাম গোপাল ধর চক্রবর্তী নিজে নজর রাখেন। বৈধ পরিচয় পত্র ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলেও জানান রেজিস্ট্রার। তিনি আরও জানান, 'বহিরাগতদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। অন্যায়ের সঙ্গে আপস নয়। ছেলেমেয়ের কথা ভাবা হবে ঠিকই। কিন্তু মানের সঙ্গে আপস করে নয়'। ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পাস করানো কোনওমতেই সম্ভব নয়, এমনটাই জানান রেজিস্ট্রার। ছাত্রছাত্রীদের মারফত জানা গেছে, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে মিটিং ডাকা হবে। এই বার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পড়ুয়ার সাথে কথা বলে জানা যায়, এই নতুন নিয়ম কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। আমাদের ভবিষৎ নিয়ে টানাটানি হচ্ছে। এই একই বক্তব্য সব পড়ুয়াদের মুখেও। এদিন বিকেল পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ।

গত ২৫ জানুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার পার্ট ওয়ানের ফল বেরোয়। বিজ্ঞান বিভাগের ২৯ শতাংশ এবং কলা বিভাগের ৫৭.৫০ শতাংশ পড়ুয়ারা অকৃতকার্য হয়। এর ফলে একাধিক দাবিতে সোমবার বিক্ষোভ জানায় ওই অকৃতকার্য পড়ুয়ারা। বিভিন্ন কলেজের পার্ট ওয়ানের ফেল করা পড়ুয়ারা দ্বারভাঙা গেটের সামনে উপস্থিত হয়। তারাও অবস্থানে বসে। তাদের দাবি, ফেব্রুয়ারি মাসে অনেক কলেজে সিলেকশন টেস্ট। ৬ মাস পর আমাদের রেজাল্ট বেরাল। এবং তাতে দেখা গেছে অনেক ফেল। এখন পার্ট ওয়ানের জন্য পড়ব না সেকেন্ডইয়ারের জন্য প্রস্তুতি নেব। এটা কী আমাদের দোষ? আমরা এখন কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। কারও দু'বছর নষ্ট হবে আবার কারও তিন বছর।

বিক্ষোভকারীদের পড়াশুনোয় মন দেওয়ার পরামর্শ পার্থর, সরকারকেই দুষলেন সুজন

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরের পার্ট-ওয়ানের বেনজির ফলাফল নিয়ে সোমবারের পর মঙ্গলবারও বিক্ষোভ দেখায় অকৃতকার্য পড়ুয়ারা। তবে শুধুমাত্র বিক্ষোভেই আটকে থাকেনি এই প্রতিবাদ। প্রায় দেড়শো বছরের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত 'তাণ্ডব' চালায় পড়ুয়ারা। পার্ট-ওয়ানের ফলাফল নিয়ে সোমবারই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী। কেন খারাপ হল পার্ট-ওয়ানের ফল? তার কারণ খুঁজতে বিকাশ ভবনে জরুরি তলব করা হল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য,সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য আধিকারিকদের। তবে পার্ট-ওয়ানের খারাপ ফল নিয়ে এর আগে পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ান শিক্ষামন্ত্রী। এমনকী মূল্যায়ন নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়ম যে শিক্ষা দফতরের কাছেও পরিষ্কার নয়, তা নিয়েও এর আগে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী। কার্যত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগকেই সিলমোহর দিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'এই নতুন মূল্যায়নবিধি সমস্ত পড়ুয়াদের কাছে স্পষ্ট তো? কবে কীভাবে মূল্যায়ন নীতির বদল হল তা নিয়ে আমরা ওয়াকিবহাল নই।' তবে পাস করানোর দাবিতে অকৃতকার্য পড়ুয়ারা বিক্ষোভ শুরু করতেই সুর বদল করলেন শিক্ষামন্ত্রী। মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোরে রাজ্য ছাত্র-যুব বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের একহাত নেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'কেন তিনটি বিষয়েই পাস করবে না। অদ্ভুত ব্যাপার কেউ পাস করতে পারছে না তার জন্য বিক্ষোভ। পার্সেন্টেজ পাচ্ছে না, তার জন্যও বিক্ষোভ! কিছু হলেই বিক্ষোভের রাস্তা নেওয়া হচ্ছে। এটা ঠিক নয়।' তবে গোটা ঘটনায় যে শিক্ষামন্ত্রী যথেষ্টই ক্ষুব্ধ, তাও এদিন স্পষ্ট করে দেন শিক্ষামন্ত্রী।

তাঁর বক্তব্য, 'এইভাবে তো মান নামিয়ে দেওয়া যায় না। আগে ভাল মতো পড়াশুনো করতে হবে, এটা সবথেকে আগে ওদের বোঝাতে হবে।' ইতিমধ্যেই এই মূল্যায়নের নয়া পদ্ধতির 'কোপে' বৃহস্পতিবার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন নিউ আলিপুর কলেজের জুলজি (অনার্স)-এর দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রী পর্ণা দত্ত। একে দেরি করে ফল প্রকাশ, তার উপরে পার্ট ওয়ানের রেকর্ড সংখ্যক পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হন। শুধুমাত্র কলা বিভাগেই ৫৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাসই করতে পারেননি। নিয়ম অনুযায়ী ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল বের করা হলেও, চলতি বছরে ১৫০ দিনে ফল প্রকাশ করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আর তাতেও টেনেটুনে পাস করেছে মাত্র ৪২.৩৫ শতাংশ পড়ুয়া। ২০১৬ থেকে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বদল আনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই বিধিতে অনার্সের পরীক্ষার্থীদের অনার্সে পাশ যেমন করতে হবে, পাশাপাশি পাস পেপার্সের দুটির মধ্যে একটিতে পাশ করা বাধ্যতামূলক। আর জেনারেলের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের মধ্যে দুটিতে পাশ করতেই হবে। এই নতুন মূল্যায়নবিধি নিয়েই আগে শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন। যদিও গোটা ঘটনায় রাজ্যকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী।

এদিন বিধানসভায় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'শিক্ষার বারোটা বেজে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল এত খারাপ হবে? ৫৮ শতাংশ পড়ুয়া পাস করতে পারছেনা, এই এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল!' তবে এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তাঁর তাঁবেদারি করার জন্য কয়েকটা লোক রেখেছেন। তারাই এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাব্যবস্থাকে

কলকাতা বিমানবন্দরে ইউনিয়ন নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার : ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিমানবন্দর সহ ভারতের সমস্ত বিমানবন্দরে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নির্বাচন রয়েছে। সেই নির্বাচন ঘিরে কলকাতা বিমানবন্দরে দুই প্রধান যুযুধান ইউনিয়নের মধ্যে গণ্ডগোল বাধল। কলকাতা বিমানবন্দরে দুই প্রধান প্রতিপক্ষ হল ইন্ডিয়ান এয়ারপোর্টস কামগার ইউনিয়ন ও এয়ারপোর্ট অথরিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। কামগার ইউনিয়ন স্বতন্ত্র ইউনিয়ন ও এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন তৃণমূল প্রভাবিত। এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগে এনেছে, অভিযোগ কামগার ইউনিয়ন। বহিরাগত দুষ্কৃতী এনে কামগার ইউনিয়নের পোলিং এজেন্ট শেখর রায়কে গতকাল রাতে তাঁর বাড়ির নিচে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর মাথায় ও শরীরে কিল, চড়, ঘুষি মেরে আঘাত করা হয়। তাঁকে পোলিং এজেন্ট হিসেবে না বসার হুমকি দেওয়া হয়।

যাত্রা শুরু ৪২ তম বইমেলার, উদ্বোধনে মমতার পাশে সৌমিত্র

স্টাফ রিপোর্টার: কিংবদন্তী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে ৪২ তম বইমেলার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থান বদলে এবার বইমেলা হচ্ছে সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে। এবারের থিম 'ফ্রান্স'। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ফ্রান্সের সেরা সম্মান তুলে দেন দেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া নাইসিন ও রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দ্রার জিগলার। পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই বইমেলাতেই নীরবে-নিঃশব্দ বিপ্লব হয়। বই মানবিকতা আর সভ্যতার আলো ছড়ায়।' প্রতিদিন দুপুর ১২ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে বইমেলা। মেলা চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আর সেই বইপ্রেমী মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান, 'আপনারা যারা বইকে ভালবাসেন, তারাই বইয়ের পাহারাদার হোন। বইকে পাহারা দিন।' মেলায় ৬৫০ টি বইয়ের স্টল ছাড়াও ২০০ টি লিটল ম্যাগাজিনের স্টল থাকছে। স্বাভাবিকভাবেই ভিড় জমাবেন লাখো লাখো বইপ্রেমী। যাদের মধ্যে প্রচুর তরুণ-তরুণীও পা মেলাবেন এই বইয়ের উৎসবে। তাদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'এই মেলাকে ধরে রাখবে, আগলে রাখবে আগামী প্রজন্মই। আমরা শুধু হাত ধরে শিখিয়ে দেব।' পাশাপাশি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও এদিন বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'বইমেলা আমাদের মনের অনেকখানি জুড়ে আছে। গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থির যেমন সম্পর্ক সেভাবেই আয়োজিত হচ্ছে বইমেলা।' এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুর-নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ছাড়াও গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে ও সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সরকারি বাস চালকদের মোবাইলে 'না'

স্টাফ রিপোর্টার: মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার পর নড়েচড়ে বসল পরিবহণ দফতর। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসচালক মোবাইলে কথা বলার ফলেই অসতর্কতার কারণে ভৈরবী নদীতে তলিয়ে যায় বাস। আর এই ঘটনার পরই এবার অন-ডিউটি চালকদের মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করছে পরিবহণ দফতর। এনবিএসটিসির পাশাপাশি এসবিএসটিসিতেও জারি থাকবে এই নিষেধাজ্ঞা। সূত্রের খবর, এবার থেকে বাস চালানোর সময় আর সঙ্গের মোবাইলটি ব্যবহার করতে পারবেন না চালক। আর এই নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা, তা নজরদারিতে কড়া ব্যবস্থাও নিচ্ছে পরিবহণ দফতর। বাসে থাকা সিসিটিভিতে নজরদারি চালানো হবে চালকের উপর। দৈনিক খতিয়ে দেখা হবে সেই ফুটেজও। কথা বলা হবে বাসে থাকা সাপোর্ট স্টাফ অর্থাৎ কন্ডাকটর ও খালাসির সঙ্গেও। প্রয়োজনে কথা বলা হবে যাত্রীদের সঙ্গেও। আর যদি চালক নিয়মভঙ্গ করেন, সেক্ষেত্রেও থাকছে কড়া দাওয়াই। ৪ মাস সাসপেন্ড হতে হবে অভিযুক্ত চালককে।

ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচার অভিযানে বাধা দিলে লাখ টাকা জরিমানা : অতীন

স্টাফ রিপোর্টার: স্টাফ রিপোর্টার: ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচারে বেরিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ। আগে থেকে ঠিক করা রুট অনুযায়ী মঙ্গলবার প্রচারে বেরিয়েছিলেন তিনি। প্রায় ২০০ বাড়ি অভিযান চালান। এমনটাই জানা যায় মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষের কাছ থেকে। ২০৮ এপিসি রোডের একটি বাড়িতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন মেয়র পারিষদ সহ স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। ওই বাড়িটিতে গিয়ে প্রথমে ডাকাডাকি করা হয়। সেখান থেকে কেউ বেরিয়ে না এলে ফের ডাকাডাকি করা হয়। তবে জানা যায়, স্বাস্থ্যকর্মীরা আগেও এ বাড়িটিতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হতেন। বাড়ির পাশে একটি রেস্টুরেন্ট ছিল। সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটার পেছনে একটা বিরাট চৌবাচ্চা ছিল, সেটাই হচ্ছে মশার উৎসস্থল। বিভাগীয় মেয়র পারিষদ অতীনবাবু জানান, 'প্রায় ৩০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওই বাড়িটির সামনে। যদি আমার সাথেই এমন হয় তাহলে স্বাস্থ্যকর্মীদের কী হবে'। স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে খবর, পুরসভার আইনে ৪৯৬ ধারা অনুযায়ী দুবার নোটিস দেওয়া হয় তাতে কাজ না হলে কেস করে দেওয়া হয়। তাতে জরিমানা ছিল ৫০ থেকে ৫ হাজার টাকা। তবে এবার এই জরিমানা বদল করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে কলকাতা পুরসভার তরফে। ১ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। কারণ জরিমানা বেশি না করলে কেউই সচেতনতায় মন দেবে না। ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচার করতে নিজেই পথে নেমেছেন মেয়র পারিষদ(স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ। ৩০ জানুয়ারি শ্যামবাজার মোড় থেকে প্রায় ২০০ বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। ঠিককরা রুট অনুযায়ী ডোর টু ডোর ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচার চলে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারপত্র দেওয়া হয়। এই প্রচারের মূল লক্ষ্য ডেঙ্গু দমন। ২০ জানুয়ারি মশাবাহিত রোগ থেকে বাঁচতে মেয়র সহ বিভাগীয় মেয়র পারিষদরা ব্যাপক সচেতনতা প্রচারে নেমেছিলেন। মশাবাহিত রোগের সচেতনতা বাড়ানোর প্রচারে আগাম প্রস্তুতি হিসাবে কেন্দ্রীয় পুরভবন থেকে এই পদযাত্রা শুরু করেছিলেন বিভিন্ন এলাকায়। এবার মানুষকে সচেতন করতে মেয়র পারিষদ তথা স্থানীয় কাউন্সিলর অতীন ঘোষ খোদ নিজেই নিজের ওয়ার্ডে প্রচার অভিযান চালান। এই অভিযানে প্রচার বার্তা ছিল, 'ব্লিচিং নয়, ধোঁয়া নয় ডেঙ্গু প্রতিরোধে চাই জন্মস্থলে (জমা জল) মশার বিনাশ'।

অতীনবাবু জানান, 'ব্লিচিং পাউডার বা ধোঁয়াতে ডেঙ্গুর ভাইরাস মরে না। শুধু মরে যায় ব্যাক্টিরিয়া। ডেঙ্গু হলেই ধোঁয়া দিতে বলে প্রায় সকলেই। কিন্তু ধোঁয়ায় রোগের দাপট কমার নজির আজও মেলেনি। কারণ, ডেঙ্গু-রোগীকেকামড়ে এডিস মশা রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করে তার জন্মের ৭-৮ দিন পর। ভাইরাসবাহী সেই মশার কামড় খেয়ে,কারও ডেঙ্গু হতে সময় লাগে মশা কামড়ানোর পর থেকে ৭ দিন, সেই রোগীর ডেঙ্গু হয়েছে কিনা তা জানতে সময় লাগে আরও ২-৩ দিন। সেই সময় পর্যন্ত সেই মশা আর বেঁচে থাকে না। অতএব ধোঁয়া ছড়িয়ে লাভ নেই। তাই ডেঙ্গুর মশা মারতে প্রথম থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। জমা জল, পরিত্যক্ত আবর্জনা এইগুলি ফেলে রাখা যাবে না'। কাজেই মানুষকে সচেতন করতে এবং জনসংযোগ বাড়াতে পথে নামবে পুরসভা।

নারকেলডাঙায় জুটমিলে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল শহরে। মঙ্গলবার নারকেলডাঙার একটি জুটমিলে আগুন লাগে। ৭টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিন দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ নারকেলডাঙা মেন রোডে ক্যালকাটা জুটমিলে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। সেখানে দাহ্যবস্তু মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। পরে আরও কয়েকটি ইঞ্জিন আসে। মোট ৭টি ইঞ্জিনকে আগুন নেভানোর কাজে লাগানো হয়। প্রথম দিকে জল সংকটে সমস্যায় পড়েন দমকল কর্মীরা। শেষমেশ জলের ব্যবস্থা করে শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। জানা গিয়েছে, কারখানার পিছনের দিকের অংশেই প্রথমে আগুন লাগে। কারখানারই লুম মেশিন গরম হয়ে যাওয়ার ফলে আগুনের ফুলকি গিয়ে পড়ে মিলে পড়ে থাকা চটে। তার থেকেই আগুন লাগে। কারখানার কর্মীরাই আগুন দেখতে পান।

মিলে প্রচুর পরিমাণে চটের বস্তা ও পাটের দড়ি মজুত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যে সময় মিলে আগুন লাগে সেই সময় কারখানায় শ'দেড়েক কর্মী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও তারা সময়মতো কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে যান। তাই অগ্নিকাণ্ডে কোনও প্রাণহানি ঘটেনি।

এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার ক্যালকাটা জুটমিলে আগুন লাগে বলে দাবি কর্মীদের। তবে এবারের অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা অনেক বেশি বলেই দাবি কর্মীদের। এর আগে আগুন লাগলেও মিল কর্তৃপক্ষের হুঁশ ফেরেনি বলেই অভিযোগ। কারণ, সেইভাবে কারখানায় অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়নি বলেই দাবি দমকল কর্মীদের।

বিমানবন্দরে সোনা সহ গ্রেফতার মহিলা পাচারকারী

স্টাফ রিপোর্টার: ফের সোনা উদ্ধার হল কলকাতা বিমানবন্দরে। সোনা পাচারের দায়ে গ্রেফতার হল মহিলা পাচারকারী। ব্যাঙ্কক থেকে শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় পাচারের উদ্দেশে নিয়ে আসতে গিয়ে গতকাল রাতে বাজেয়াপ্ত হয় ২ কেজি ৫৩৫ গ্রাম সোনা। পাচারকারীর নাম আরতী অনিল আরিয়া। কাস্টমস অ্যাক্টের ১১০ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ব্যাঙ্কক থেকে ইন্ডিগোর ৬ই ৭৬ নম্বর বিমানের যাত্রী ছিলেন আরতী। তিন গ্রিন চ্যানেল পার করার সময় সন্দেহ হওয়ায় তাকে আটক করেন শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা। তার ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি সোনার বিস্কুট। এর পর তার পরনের জামাকাপড় থেকেও উদ্ধার হয় সোনার বিস্কুট। মোট ৯টি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করে শুল্ক দফতরের এয়ার ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। উদ্ধার হওয়া সোনার ওজন ২ কেজি ৫৩৫ গ্রাম। আধিকারিকরা জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনার ভারতীয় মুদ্রায় মূল্য ৭৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৫০ টাকা। উদ্ধার হওয়া সোনার গুণমান ও বাজারদর পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের কাছ থেকে জানা গেছে, কলকাতা বিমানবন্দর কার্যত হয়ে উঠেছে সোনা পাচারের করিডর। এর প্রধান কারণ, ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতায় সোনার দাম ভরি প্রতি ফারাক ১০ হাজার টাকা বেশি। এদিকে, ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতার বিমান ভাড়াও ডোমেস্টিক বিমানের সমান। সেই ক্ষেত্রে একবারে বেশি পরিমাণ সোনা নিয়ে কলকাতা চলে এলেই কেল্লাফতে।

আগাম জামিন মঞ্জুর মিনাদেবী পুরোহিত সহ ৬ জনের

স্টাফ রিপোর্টার : শর্তসাপেক্ষে বিজেপি কাউন্সিলর মিনাদেবী পুরোহিত সহ ৬ জনের আগাম জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। সপ্তাহ দুই আগে বিজেপি যুব মোর্চার এক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। সেই ঘটনায় জোড়াসাঁকো থানায় বিজেপির দুই কাউন্সিলর মিনাদেবী পুরোহিত,বিজয় ওঝা সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার আদালত শর্তসাপেক্ষে মিনাদেবী পুরোহিত সহ ৬ জনের আগাম জামিন মঞ্জুর করে। ব্যক্তিগত ১০ হাজার টাকার বন্ডে আগাম জামিন মঞ্জুর হয়। তাদের এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় ঢোকা যাবে না। যদিও ২৩ নং ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর বিজয় ওঝার আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট।

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসকে সামনে রেখে বিজেপি যুব মোর্চার প্রতিরোধ সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসাবে বাইক মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। জোড়াবাগান এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। একাধিক ব্যক্তি আহত হন। চলে ভাঙচুরও। সেই ঘটনায় এক তৃণমূল কর্মী মিনাদেবী পুরোহিত ও বিজয় ওঝা সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে জোড়াসাঁকো থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর ১৭ জানুয়ারি মিনাদেবী পুরোহিত ও বিজয় ওঝা সহ মোট সাতজন কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করেন। ২৫ জানুয়ারি এই মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু পুলিশ কেস ডায়েরি না আনায় শুনানি সম্পূর্ণ হয়নি।

তবে সেই শুনানিতেই আদালত জানিয়ে দেয়, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। সেই মামলাতেই এদিন মিনাদেবী পুরোহিত সহ ৬ জনের আগাম জামিন মঞ্জুর করে আদালত।